| R.N NO. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ | ১৮শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩১শে ভাদ্র ১৪২১ | ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা | বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

গুরুশিষ্যের মর্যাদা রক্ষায় কর্মীরা নাজেহাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ কংগ্রেস সুপ্রিমো অধীর চৌধুরীর একদা রাজনৈতিক গুরু মান্নান হোসেন ২০ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, তাঁকে জেলা সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে মুর্শিদাবাদে বর্তমান অন্তর্কলহে তৃণমূলে নতুনভাবে প্রাণদান করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে চাইছে। মান্নান পুত্র সৌভিক হোসেন আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। শিব বিড়ির মালিক জাকির হোসেন ঐদিন পাকাপাকিভাবে তৃণমূলে যোগদান করবেন বলে জানান যায়। সেদিন মুকুল রায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস সহ এক ঝাঁক তৃণমূল নেতার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত থাকার কথা। মান্নান তৃণমূলে এলে মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস শক্তপোক্ত সাংগঠনিক শক্তিরূপে প্রকাশ পাবে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। কারণ মান্নান হোসেন ধীর, স্থির এবং দক্ষ সংগঠক। বিগত লোকসভা ভোটে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে পরাজয়ের পর গুরু-শিষ্যের (মান্নান– অধীর) প্রকাশ্য তরজা শুরু। তারপরই মান্নান সুযোগ খুঁজছিলেন শিষ্যকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার। গুঞ্জন, ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হকও পা বাড়িয়ে আছেন। তৃণমূল কংগ্রেসে তাঁর যোগদান শুধু সময়ের অপেক্ষা। অবহেলিত এবং অপমানিত কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে বলে খবর। মান্নান–মইনুল কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস বড় সড় ভাঙনের মুখে পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হুমায়ন কবীর এবং ইমানি বিশ্বাস আগেই তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ঐসব অঞ্চলে তৃণমূল ক্রমশঃ শক্তিশালী হচ্ছে। আগামী ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন তাই কংগ্রেস ও তৃণমূল উভয়ের কাছেই জেলায় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আর এই জন্য দলের কর্মীরা শক্তি প্রদর্শনের ঠেলায় নাজেহাল।

দলের দায়িত্ব নিয়েই লুটেপুটে খাওয়ার পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সদ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত জঙ্গিপুর পুর এলাকার ১২টি ওয়ার্ডের টাউন সভাপতি আসরাফুল সেখও আগের কমিটির কায়দায় ১০টি নতুন অটো নামানোর তোড়জোড় শুরু করেছেন বলে খবর। রঘুনাথগঞ্জ বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে তেঘরী মহালদারপাড়া রুটে এই সব নতুন গাড়ী পিছু আদায় হবে ১০ থেকে১২ হাজার টাকা। পুলিশকে হাতে রেখে গিরিয়া, সেকেন্দ্রা, মিঠিপুর রুটে নতুন অটো নামাতে তৃণমূল নেতা মহঃ সেখ ফুরকানের ছেলে পারভেজ আলম একইভাবে অটো ও ম্যাজিক গাড়ীর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করেন। এই টাকা আদায় নিয়ে তৃণমূলে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব শুরু হয়। উল্লেখ্য, ঐ এলাকার ১০৮টি অটো মালিক সিটুর সদস্য ছিলেন। তাদের বক্তব্য, সিটুকে নিয়মিত চাঁদা দিতে হলেও এই ধরনের অশান্তি পোহাতে হয়নি। বর্তমানে আই.এন.টি.টি.ইউ. সিকে পয়সা দিয়েও শান্তি নেই। (শেষ পাতায়)

লালগোলা মহারাজা রোডে ডিভাইডারে আপত্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রোডে অর্থাৎ হাসপাতাল মোড় থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক পর্যন্ত তৈরী হবে রাস্তার মাঝে ডিভাইডার। তত্ত্বাবধানে পৌরসভা, আর তা নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে বিজেপির যুব মোর্চা। তারা ওয়ার্ক অর্ডার দেখতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার তা দেখাতে পারেননি প্রথম দিন। স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভে সামিল হওয়ায় ঐ দিন কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে ওয়ার্ক অর্ডার দেখানো হয়। বিজেপি লিখিত প্রতিবাদ জানিয়ে (শেষ পাতায়)

সাতজনের যাবতজীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের এ্যাডি সেসন জজ ফার্স্ট ট্রাক সেকেন্ড কোর্ট এস.পি.সিনহা ১১ সেপ্টেম্বর সাতজনকে যাবতজীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত করেন। খবর, ১৯৯৫ সালে সাগরদীঘির দস্তুরহাট গ্রামের টিকোরডাঙ্গা মাঠে বেলা ৪টের সময় ঐ গ্রামের কামাল ও বাবলু নামে দুই যুবক নৃশংভাবে খুন হয়। গ্রামের সাতজনের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করলে, দীর্ঘ কয়েক বছর মামলা চলার পর আসামীদের সাজা হয়। সরকারি পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এ্যাডভোকেট বামনদাস ব্যানার্জী।

আসন্ন উৎসবগুলোর প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে ৮ সেপ্টেম্বর এলাকার পুজো কমিটি ও মসজিদের ইমামদের নিয়ে এক সভা হয়। সভার উদ্যোক্তা স্থানীয় থানা কর্তৃপক্ষ। পুজোর দিনগুলোতে বিদ্যুতের পর্যাপ্ত সরবরাহ, মহকুমা শহর এলাকায় (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে ভাদ্র, বুধবার, ১৪২১

মানুষের জন্য দল না

স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বর্তমানে এমন এক অবস্থা হইয়াছে এখন আর মানুষের জন্য দল নহে, দলের জন্যই মানুষ। নিজ দলের শ্রীবৃদ্ধি দলীয় মতবাদের একচেটিয়া প্রাধান্য রক্ষা করাই এখন দলীয় নেতৃবৃন্দের একমাত্র কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন কেহই চিন্তা করিতেছে না। দলের বা ক্যাডারের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইলেও কেহ ভাবিত নন। দলীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া সেই কারণে মস্তানবাহিনী পুষিতে হইতেছে, দুস্কৃতকারীদের মদত দিতে হইতেছে। এমন কি দেশের দশের স্বার্থবিঘ্নিতকারী বিদেশী রাষ্ট্রে নিজ দেশের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাচারকারীকেও দলীয় পক্ষপুটে স্থান দিতে বাম ডান কোন রাজনৈতিক দলই কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। শান্তির রক্ষক পুলিশ যদিও রক্ষক বা তৎপর হইয়া দুস্কৃতীদের আটক করিতেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই রাজনৈতিক দলগুলির চাপে তাহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হইতেছে। এ এক অভুতপূর্ব অবস্থা। সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হইলেও রাজনৈতিক দলগুলির কিছুই আসিয়া যায় না, তাহাদের দলীয় স্বার্থ যাহাদের দ্বারা রক্ষিত হইবে, যাহারা সক্রিয় থাকিলে অন্য দলকে সহজেই পরাভূত করিয়া নিজ দলীয় শক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা যাইবে, তাহাদিগকে রক্ষা করাই দলীয় নেতৃত্বের আশু কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষেত্রে কোন দলই ধোয়া তুলসীপাতা নহে।

ভারতের কি কেন্দ্রীয়, কি প্রাদেশিক কোন সরকারই আজ সুনীতির চিন্তা ভাবনা করেন না। দুর্নীতি বলিয়া রাজনীতিকদের নিকট কিছুই গণ্য নহে। একমাত্র নিজ দলের আধিপত্য রক্ষা করাই রাজনীতির ক্ষেত্রে সুনীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মানুষের সুখ. স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, শান্তি বিধানের লক্ষ্যে দলীয় নীতি আজ আর নির্ধারিত হইতেছে না। হইতেছে দলের প্রয়োজনে, দলের শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার স্বার্থে যে কোন নীতি গ্রহণ। সেই ক্ষেত্রে দুর্নীতি বা সুনীতি বলিয়া কিছু নাই। দলের স্বার্থে যে নীতি তাহাই সুনীতি। এই নীতির মূল কথা দলের জন্যই মানুষ, মানুষের জন্য দল নয়।

জঙ্গিপুরের পুরাকথা

হরিলাল দাস

মৌজার নাম চাঁদপাড়া--বর্তমানে এক আনা চাঁদপাড়া নামে পরিচিত। জঙ্গিপুর মহকুমায় চাঁদপাড়ার ভৌগোলিক অবস্থান। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীস দেশে ছিলেন হেরোডোটাস, যিনি 'গ্রীক ইতিহাসের জনক' বলে খ্যাত। তাঁর মতে--'ভুগোল হচ্ছে ইতিহাসের ভিত্তি ভূমি। জঙ্গিপুরের পুরা কথা নিবন্ধে চেষ্টা করা হয়েছে অতীত ইতিহাসের ভূগোল নির্ণয় করতে। তাই এখন কি এবং কোথায় ছিল গৌড়বঙ্গের সীমা ও অবস্থান তার পুরাকথা নিয়ে কিছু সন্ধান করা হবে।

যে হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন, তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এই চাঁদপাড়ায়। সে সময় গৌড় রাজ্যের সীমা যা ছিল ; ষষ্ঠ শতকে গৌড়ের স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের সময় গৌড়ের সীমা এক ছিল না। এবং তারও আগে খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে গৌড় বঙ্গ বলতেই বা ভারতের কোন ভৌগোলিক অঞ্চলকে বোঝাত তা যতদূর সম্ভব জানার চেষ্টা করা দরকার।

কিছু প্রাচীন শিলালেখ ও তাম্রশাসন আবিস্কার হবার ফলে গৌড়ীয় হিন্দু সাম্রাজ্যের ইতিহাস কতকটা জানা যায় ; কিন্তু কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন সম্ভব হয় নি। গৌড়ের প্রাচীনতা স্বীকার করতে হয় কতকগুলি পরোক্ষ উল্লেখের ভিত্তিতে। বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় এগুলো জনপদের নাম। এই নামগুলো এসেছে সেই সব জনপদবাসী কোমের নামে। মহাভারত মহাকাব্যেও নামগুলোর উল্লেখ আছে। তার থেকে এদের ভৌগোলিক অবস্থানও জানা যায়। আর উনবিংশ শতকের কবি শ্রীমধুসূদন তো সমগ্র বঙ্গ বোঝাতে গৌড়ভূমি ব্যবহার করেছেন।

(শেষ পাতায়)

ঘাসফুল

মোঃ জাকির হোসেন

যখন তোমার ঘাসফুল ফোটেনি
তখন ফুটিয়েছি আমি।
এখন তোমার সব হয়েছে,
পর হয়েছি আমি।
দূর্দিনে ধরেছি ঘাসফুলের ঝান্ডা,
শুভ দিনে এসেছে কিছু
নতুন নতুন পান্ডা।
অহরহ পড়ছে তোমার জোড়া ফুলে,
বিবেকহীন পান্ডার ডান্ডা।
ওরা যতই এগিয়ে চলুক
তবু ছাড়বো না তো,
তোমার দেওয়া ঝান্ডা !
ক'দিন আগে যারা তোমায় দিত গালাগালি
তারাই আজ ভোগ করছে তোমার কৃত কর্মের ফল।
শত্রু তোমার আপন হলো
বন্ধু হল পর।
নতুন নতুন পান্ডা এসে
ভাঙছে ফুলের সাজানো ঘর।
ঘর গড়তে আসেনি ওরা !
ভাঙতে এসেছে ঘর।
নিজ কথা ভাবে কেবল
বড্ড স্বার্থপর।
কখন, কোন মুখোশ পরে, যায়না তাদের চেনা।
হঠাৎ করে কারো ভালো লাগে
পরে করে ঘৃণা।
শুভক্ষণে এসেছে তোমার পাশে
বিপদ যদি হয় গো তোমার,
পালিয়ে যাবে শেষে।

কবি

--অনুপ ঘোষাল

কবি কে ? আমি শুধোই, কবি নয়, কে ! বাংলার বিস্তর সবুজ নদীনালা, পাখপাখালি। এমন মনোরম পরিবেশে গোটা জীবনে দুছত্রও পদ্য লেখেন নি, এমন বাঙালি পাওয়া যাবে নাকি ? নাকের নিচে নরম প্রজাপতি উঁকি দিতেই বুক-শিরশির-করা কিশোরীটির মুখ মনে করে 'তোমার আমি আমার তুমি'--জাতীয় কয়েকটা লাইন নামিয়ে বাঙালির কাব্যচর্চা শুরু। তারপর কলেজে পা রেখে সব লণ্ডভণ্ড করার ডাক দিয়ে গণ্ডাখানেক অগ্নুৎপাদক পদ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা। তারপর চাকরি। বিয়ে থা। এবং পদ্যের খাতা ট্রাংকে গুঁজে 'কবিতা দিলেম তোমায় ছুটি।'

কিন্তু যাঁরা জাত-কবি, তাঁরা বউ-এর গুঁতোয় কবিতার রণে ভঙ্গ দেবার বান্দা নন। ছেলে কাঁদে, বউ চেঁচায়--কবি তবু কলম কামড়ে শব্দের সন্ধানে বুঁদ। সে কবি কে চিনি কী করে ?

কিছুমাত্র কঠিন নয়। হিলহিলে চেহারা, ফিনফিনে দাঁড়ি, আলুথালু চুল। হাঁটু অব্দি ঝোলা পাঞ্জাবি এবং কাঁধে ঝোলা। তার সাথে ঢুলুঢুলু চোখ। এই বিবরণ মিলে গেলে গলার স্বরটা একটু পরখ করে নেবেন। মিহিদানার মত চিনচিনে আওয়াজ কানে গেলে আপনি নিশ্চিত, কবি ইনিই। জনৈক ভাষাবিশারদ বলেছিলেন, কবি স্ত্রীলিঙ্গ। কেন ? প্রথমত ই-কারান্ত শব্দ। দ্বিতীয়ত তাদের গলা নববধূর মত। দাড়ির দোহাই দিয়ে কবিরা সে যাত্রা জোর বেঁচে গেছেন।

দাড়ি না রাখলে কবিতা বেরোয় না, এমন শ্রুতি বংশপরম্পরায় চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথের মগজে প্রথম যৌবনে পদ্য নাকি তেমন খেলত না বলে তিনিও দাড়ি রাখতে শুরু করেছিলেন। ওঁর জ্যোতিদাদা কবিগুরুর প্রায় সমপরিমাণ কাব্য-প্রতিভা থাকা সত্বেও নিছক দাড়ি না রাখার জিদে ফেঁসে গেলেন। রাঁচিতে থাকাকালীন কিছুদিন তিনি দাড়ি কামাবার সুযোগ পান নি, সেই ফাঁকে চমৎকার কিছু গান নেমে গিয়েছিল ওঁর খাতায়।

আজকের কবি সে-ভুল করেন না। বুকের মধ্যে পদ্য গজালে গালে তার দাড়ি গজাবেই। এবং সেই নির্দিষ্ট বয়সে কলম চুলকোতে আরম্ভ করলেই নাপিতকে ছুটি দিয়ে কবি মাথার তেল বন্ধ করে দেন। তেল না দিলে মাথা গরম হয়ে ওঠে। এবং তখনই দুর্দান্ত সব লাইন কলমের ডগা থেকে ছিটকে ছিটকে বেরোয়। মাথা গরম হলে তাপের পরিবাহিতা তত্ত্ব অনুসারে গলা গরম বুক গরম থেকে পর্যায়ক্রমে পেট গরম অনিবার্য। এবং বদহজমের পরিণাম হিলহিলে শরীর। রোগা না হলে কবি হিসেবে কখনো মানায় না। মোটা মহাজন, কিন্তু কৃশ কবি। আরবের শেখ, পাঞ্জাবের সর্দারজি এবং বাংলার কবিকে কখনও চিনতে ভুল হবার নয়।

অর্থাৎ উস্কোখুস্কো চুলদাড়ির পাঞ্জাবি পরিহিত মায়াবি চোখের কোন লিকপিকে বাঙালিকে দেখলেই আপনি নিশ্চিত দৌড় দিতে পারেন। দৌড় কেন ? যদি পাল্লায় পড়েন তো দুঘণ্টা কাবার।

(পরের পাতায়)

কবি ..... ২ পাতার পর

কলেজের প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ছে। একটু ল্যাবাকান্ত ছিলুম বলে পাঞ্জাবি যোগাড় করতে পারি নি। চুলটা ঘেঁটে এলোমেলো করে দেবার বুদ্ধিটা ঘটে গজায় নি তখনও। এক নিখুঁত চেহারার সহপাঠী-কবি অফ্ পিরিওতে এসে বললে, 'ভাই সন্দেশ খাবে ?' গ্রাম থেকে গেছি, কবি চিনি না। দৌড়বার চেষ্টা না করে ধরা পড়ে গেলাম। অবাকও হলাম, এই বন্ধুটি কী করে জানল আমি মিষ্টি ভালবাসি। খুশি হয়ে ওধোলাম, 'সত্যি ?' সে বলল, 'সত্যি। তবে শর্ত আছে। সন্দেশ পিছু একটা করে কবিতা শুনতে হবে। কটা খেতে পারবে ?' আমি বলি, 'সন্দেশ স্বাস্থ্যবান হলে গোটা দশেক। আর তোমার আমার মত হেলথ্ হলে ডজন দুয়েক।' বন্ধু ঝোলার ভিতর থেকে গোটা পঁচিশেক জম্পেশ কবিতার পাতা নিয়ে মুখোমুখি বসে গেল।

আমি মনোযোগ দিয়ে মিষ্টি খাই, বন্ধু মগ্ন হয়ে কবিতা পড়ে। পড়েই চলে। ডিসে সন্দেশ পড়েই চলে। এক সময় গলা আটকে আসে। জল খেয়ে উদগার তুলি।

বন্ধু বলে 'থাক। আজ এই পর্যন্ত। কাল মা আরো টাকা দেবে বলেছে। তোমার মত নির্ঝঞ্ঝাট শ্রোতা পাওয়া যায় না, পরে আরো সন্দেশ খাওয়াব। আজ পকেট খালি, নইলে তোমার পেটে আরো পাঁচটা সন্দেশ ঠেসে দিতুম।'

বন্ধুটি ঝোলা গুছিয়ে উঠে পড়তেই আমি ওর ঝোলার ঝালর খামচে ধরি, 'আমারও কটা পদ্য আছে ভাই। শুনে যেতে হবে।' বন্ধুটি আঁতকে ওঠে, 'অসম্ভব। অন্যের কবিতা আমি শুনি না। পড়ি না। শুধু লিখি। ছেড়ে দাও।'

আমি রেগে উঠি, 'মামার বাড়ি আর কি ! আমি যে শুনলাম। তোমাকেও শুনতে হবে। আমার সন্দেশ খাওয়ানোর ক্ষমতা নেই বলে কেউ আমার কবিতা শুনতে চায় না। কবি হয়ে কবির দুঃখ যদি না বোঝ !' হাতের মুঠি শূন্যে ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠি অকস্মাৎ, 'দুনিয়ার কবি এক হও।'

কবি বন্ধু হ্যাঁচকা টানে ব্যাগ ছাড়িয়ে দৌড়বার চেষ্টা করে। আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ওর পাঞ্জাবিটা পিছন থেকে খাবলে ধরি, 'প্লিজ ভাই। অন্তত একখানা। কাল গোটা রাত ধরে লিখেছি।'

বন্ধু বসে পড়ে। মিন্‌মিন্ করে 'তোমার চেহারা বোঝা যায় নি তো ! জানলে কোন শালা তোমাকে ডাকে ! নিজের ফাঁদে নিজেই পড়লাম। পড়, কিন্তু ওই একটাই।'

একজনকে ঘায়েল করার পক্ষে একখানাই যথেষ্ট। চৌদ্দপাতা। সারারাত ধরে নামিয়েছি। কবিতার নাম 'রোমিওর আর্তনাদ।' বারো পাতা পেরোতে বন্ধুটি সত্যিই আর্তনাদ করে ওঠে, 'ছেড়ে দাও ভাই। প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস ফসকে যাবে। আমার কবিতার দিব্যি, আর কক্ষোনো তোমাকে কবিতা শোনাতে যাব না।'

আমি তখন বুঁদ। বেপরোয়া। বাঁহাতে কবিতা, ডানহাতে বন্ধুর পাঞ্জাবি। বলি, 'চুলোয় যাক প্যাক্‌টিক্যাল। ইম্‌প্যাক্‌টিক্যাল না হলে কেউ পদ্য লেখে না। শেষটুকু শুনে যেতেই হবে। আর দুপাতা।'

হ্যাঁ, বলা হয় নি, সাহিত্যজগতে প্রবেশের সময় এই অধমও কবিতা লিখে শুরু করেছিল। প্রিয়জনও যখন আমাকে দেখে পালাতে শুরু করল, অগত্যা এই গদ্য লেখা ধরেছি। লাভ হয়েছে তাতে দুটো। প্রথমত পাব্লিক পালায় না, দ্বিতীয়ত দুটো পয়সাও পাই।

জঙ্গিপুরের পুরা কথা ..... ২ পাতার পর

আগেও বলেছি--গঙ্গা নদীর পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ সাধারণভাবে 'রাঢ়' বলে পরিচিত। জঙ্গিপুর সেই দিক থেকে রাঢ় অঞ্চল। অন্যদিকে গঙ্গা-ভাগীরথীর উভয় তীরে বিস্তৃত জঙ্গিপুর মহকুমার উত্তর থেকে দক্ষিণ, ফরাক্কা থেকে গয়সাবাদ ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক যুগের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক। ভাগীরথীর পূর্ব তীরে গঙ্গা-পদ্মা বেষ্টিত বাগড়ি জনপদের মধ্যযুগীয় ইতিহাস এবং বর্তমান সময়ের নদী ভাঙনও সমান ঐতিহাসিক উপাদান। "সুতী ও তৎনিকটস্থ দহরপাহাড়, মঙ্গলপুর, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি গ্রাম মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল হইয়া যে সুদীর্ঘ রাজপথ দিল্লি পর্যন্ত গিয়াছে, তাহার ঠিক পার্শ্বভাগেই অবস্থিত রাজমহল, সুতী বা অরঙ্গাবাদ হইতে ২৮ মাইল হইবে।" পাঠান মোগল আমলে এই গ্রামগুলোর গুরুত্ব প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গুরুদাস সরকার এই তথ্য দিয়েছেন। পাঠান সুলতান শিকান্দার শাহ (রাজত্ব কাল ১৩৫৮-৯০), যিনি আদিনা মসজিদ (১৩৬৯) নির্মাণ করান, তিনি উত্তর ভারতের সঙ্গে গৌড়ের যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে এই পথ নির্মাণ করান। পরে গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহ্ (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯) এই পথের অংশ বিশেষ ব্যবহার করে দক্ষিণে প্রসারিত করেন সুদূর উড়িষ্যা পর্যন্ত। সেই বাদশাহী সড়কের ধারে ধারে অনেক জলাশয় ও মসজিদ আছে বর্তমান মহকুমার সীমায়। সেনাবাহিনী চলাচলের ও ছাউনির প্রয়োজনে এই জলাশয় ও মসজিদ নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু জলাশয়গুলো মানুষের বৃহত্তর প্রয়োজনে আজও ব্যবহৃত।

(চলবে)

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের নিজস্ব প্রযোজনার জন্য দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছ থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

বয়স সীমা : ১৮-৪০ বছর।

শিক্ষগত যোগ্যতা : ন্যুনতম উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

দুটি স্তরে কর্মশালার মাধ্যমে অভিনেতা অভিনেত্রীদের নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের মাসিক ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) টাকা চুক্তির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে এক বছরের জন্যে নিয়োগ করা হবে এবং কাজের নিরিখে পরবর্তীকালে পুনর্নবীকরণ করা হতে পারে।

ইচ্ছুক অভিনেতা অভিনেত্রীরা আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪-র মধ্যে সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জী ও ফটোসহ আবেদনপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

সচিব, মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র
৬,উৎপল দত্ত সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৬
দূরভাষ ঃ ০৩৩-২৫৫৫০৯১০
(দুপুর ১২টা–সন্ধ্যে ৬টা-সোম থেকে শুক্রবার)

মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রর ই-মেল এর মাধ্যমেও আবেদন পত্র পাঠাতে পারেন।
ইমেলঃ minervarepertorytheatre@gmail.com

স্মারক নং ১০৪৬ (২২) তথ্য /মুর্শি তাং-৮/৯/১৪

শিবম এডুকেশনের দাতব্য চিকিৎসালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : দেরীতে পাওয়া এক খবরে জানা যায় শিবম এডুকেশন এ্যাণ্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের উদ্যোগে অরঙ্গাবাদে ১৫ আগষ্ট একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করেন ডাঃ অভিজিৎ চ্যাটার্জী। হোমিওপ্যাথি ও এ্যালাপ্যাথি চিকিৎসা করা হবে বিনা ব্যয়ে। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, শিবম এডুকেশন এ্যাণ্ড সোসাল ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমায় মেডিক্যাল কলেজ ও ইউনিভারসিটি স্থাপনেরও পরিকল্পনা নিয়েছে।

দলের দায়িত্ব নিয়ে ..... (১পাতার পর)

কখন তৃণমূলের বিপক্ষ দল গাড়ীর ওপর হামলা চালাবে, আমাদের ওপর হামলা চালাবে, গাড়ী ভাঙচুর করবে, রাস্তার উপর বোমাবাজি করবে কেউ জানে না। মহম্মদপুরের বোমা বিশারদরা এক সময় সিপিএম-কংগ্রেসে আশ্রয় পেয়েছে। এখন সবাই তৃণমূলে। জনৈক অটো মালিক জানান, এই অশান্তিতে মনোযোগ দিয়ে গাড়ী পর্যন্ত চালাতে পারছি না। তিনি জানান---আমাদের কারো রুটের বৈধ কাগজপত্র নাই। আর.টি.ও. অফিস আমাদের পাত্তা দেয় না। ইউনিয়নও এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। এক অস্বস্তিকর পরিবেশে আমরা জীবনযুদ্ধ চালাচ্ছি।

লালগোলা মহারাজা ..... (১পাতার পর)

পুরসভায় এবং মহকুমা শাসককে আপত্তির কথা জানিয়ে বলেছে, রাস্তা পরমেশ পান্ডের বাগানের সামনে দোকান করে দিয়ে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস প্রচুর ক্ষতি করেছে। অন্ততঃ ২৫/৩০টা দোকানের সেলামী এবং ভাড়া বাবদ যে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হত তা লোকসানে গেল। তার উপর ডিভাইডারে রাস্তা আরো ছোট হয়ে যাবে। পুলিশ ও প্রশাসন এই রাস্তাটি বেশী ব্যবহার করে। জানা গেল পৌরসভা জোর করে কাজটা শেষে করেছে। বিজেপির এক মুখপাত্র বলেন, বামফ্রন্ট বোর্ডকে সর্মথন দিচ্ছে অধীর কংগ্রেস এবং তৃণমূল। এরা কাগজে কলমে ৫ লক্ষ টাকার নিচে কাজ টেণ্ডার ছাড়াই করতে পারে আইনতভাবে। ঐ এলাকার মানুষের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে পুরসভা ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ডিভাইডারের কাজ শুরু করে পুলিশ মোতায়েন করে। অল্প কিছুটা জায়গায় ডিভাইডার তৈরি করে চলাচলে মানুষের কতটা অসুবিধা হচ্ছে দেখবে পুর কর্তৃপক্ষ। বাধাদানকারী বিজেপি সমর্থকদেরও এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

আসন্ন উৎসব ..... (২ পাতার পর)

ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী মজুত রাখার ব্যবস্থা, শহরের মতো গ্রামাঞ্চলের পুজো মন্ডপগুলোতে পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা, শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। ঐ আলোচনায় উঠে আসে পুজো প্যাণ্ডেলগুলো বিদ্যুৎ দপ্তরে নির্দিষ্ট টাকা জমা দিয়েও উৎসব শেষে উদবৃত্ত টাকা তারা দপ্তর থেকে ফেরৎ পান না। স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তর বহরমপুর ডিভিশনাল অফিসের গল্প শোনায়। অন্যদিকে ফায়ার ব্রিগেডের অফিসার জানান---তাঁর ৫ জন স্টাফ, একটা গাড়ী, ধুলিয়ানকে কেন্দ্র করে মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকায় তারা পরিষেবা চালু রাখেন। সে ক্ষেত্রে মহকুমা শহরে গাড়ী রাখা কোনমতেই সম্ভব না। নমাজের সময় মসজিদের পাশ দিয়ে বাদ্য সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জনে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন। ঐ সভায় নবমী ও দশমীতে সারা দিন পানীয় জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন পুরপতি। আসন্ন দুর্গাপূজো ও ঈদে ভাগীরথী ব্রীজের ওপর ট্রান্সপোর্টের মাল যাতে লরি থেকে না নামানো হয় সে ব্যাপারে পুলিশকে তৎপর হতে বলেন কেউ কেউ।

বিনা ব্যয়ে চক্ষু অপারেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কাঁটাখালি-পুঠিয়া হাই স্কুলে ২৫ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জের শ্রীমা শিল্প নিকেতনের উদ্যোগে ও বহরমপুরের শুশ্রুত আই ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ৩০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা ও ৬০ জনের চক্ষু অপারেশন করা হয় বিনা ব্যয়ে।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

মহাপূজা, ঈদ ও দীপাবলীর

।। বিশেষ উপহার ।।

- MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯.৫% (৬বছর)
- সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ১০.০০
  এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.২৫%
- ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে
- NSC,KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
- গিফ্‌ট চেক (১০১/-,৫১/-,৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- অল্প সুদে (মাত্র ১০%-১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই - অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষ।
- অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
- ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
- লকার পাওয়া যাচ্ছে।
- ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর
ফোন নং ২৬৬৫৬০

শত্রুঘ্ন সরকার
সম্পাদক

সোমনাথ সিংহ
সভাপতি

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।